মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা: ০৬টি
প্রতিবেদনাধীন বৎসর -২০১৭-১৮ **প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখ** : ২৪/০৭/২০১৮খ্রি:

(১) প্রশাসনিক

১. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বৎসরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়	৮০	৫৯	২১	--	--
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ /সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	৪৫৯	৩৬২	৯৭	--	
মোট	**৫৩৯**	**৪২১**	**১১৮**	--	

* অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

১.২ শূন্য পদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	৩৫	১৯	৪০	২৪	১১৮

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদা সম্পন্ন/সংস্থা প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকা।

১.৪ শূন্য পদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা: নেই।

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বৎসরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বৎসরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
১	২

* কোন সংলগ্নী ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই।

১.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বৎসরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	-	৫	২৯	৩৪	

১.৭ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিসটেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
২৯৪		২৫৪	৪০	
			--	

১.৮ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা) *	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিসটেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
৬৬		২২	৪৪	

* কতদিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১.৯ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা

(২) অডিট আপত্তি

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০
	মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহ	১৬+১৫৩২টি	.৪৮+২২৪.৫৩	১৩+২০৩টি	০০+৮১২টি	০০+৭৬.৭২	১৬+৭২০টি	.৪৮+১৪৭.৭৮
	সর্বমোট	১৫৪৮টি	২২৫.০১	২১৬টি	৮১২টি	৭৬.৭২	৭৩৬টি	১৪৮.২৬

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সে সব কেস সমূহের তালিকা

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে (১৭-১৮)মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জীভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বৎসরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
৩	১	-	-	১	২

(৪) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫

-	-	-	-	-

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
২৩	৪১৪ জন

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরে (১৬-১৭) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা: হয়েছে। এ মন্ত্রণালেয়র ১ম, ২য়, ৩য় শ্রেনীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইন হাউজ প্রশিক্ষণ, ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ প্রদান ও কম্পিউটারের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা: নেই। তবে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বল্পতার কারণে সকল প্রশিক্ষণে মনোনয়ন প্রদান করা সম্ভব হয় না।

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন্ দ্য জব ট্রেনিং (OJT) এর ব্যবস্থা আছে কি না; না থাকলে অন্ দ্য জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি না : নেই।

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে ((০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা: ১৮ জন।

(৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
৬৬	৩,৩২০

(৭) তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
২০৩	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নেই	৯২	১৪০

(৮) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

(অর্থ বিভাগের জন্য)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

(৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট

৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন হয়ে থাকলে তার তালিকা: প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন হয়নি।

৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে সম্পাদিত **গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য** কার্যাবলি:

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এডিপিভুক্ত ১৯ টি প্রকল্পের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ:

(1) cve©Z¨ PÆMÖvg GjvKvq mgwš^Z mgvR Dbœqb cÖKí -3q ch©vq-kxl©K cªK‡íi AvIZvq মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৪০০০তম পাড়াকেন্দ্র উদ্বোধন; ৩টি মডেল পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ; ৮৮৫জন পাড়াকর্মীর মৌলিক প্রশিক্ষণ; ১০০জন প্রতিস্থাপিত পাড়াকর্মীর মৌলিক প্রশিক্ষণ; ৪০০০ পাড়াকর্মী ও ৪০০ জন সিনিয়র পাড়াকর্মীর অন জব প্রশিক্ষণ; ১৮টি হেলথ ক্যাম্প পরিচালনা; ৮৫০টি সাধারণ ও ১২০টি প্রতিবন্ধী ল্যাট্রিন নির্মাণ; ১০০টি গোসলখানা স্থাপন এবং ৯৭০টি হ্যান্ডওয়াশ ডিভাইস প্রদান; ৭০০টি পাড়াকেন্দ্রে হাইজিন প্রমোশন বিষয়ক সেশন পরিচালনা; ৩১জন কর্মকর্তা ও ৪৬জন সিনিয়র পাড়াকর্মীর জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ; শিশু বিবাহ বন্ধে জাতীয় বহুমুখী প্রচারণা বিষয়ক সভা-১টি ও ২৫জন কর্মকর্তার টিওটি; বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা সভা-১টি; ৩৬৫টি ইউনিয়ন সমন্বয় সভা, ১০০টি উপজেলা সমন্বয় সভা, 6টি

জেলা সমন্বয় সভা, ২টি আঞ্চলিক সমন্বয় সভা, 1টি প্রজেক্ট ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা, ৩টি আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ কমিটির সভা অনুষ্ঠান; ৬-৫৯ মাস বয়সী 1,56,987 জন শিশুকে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন দিবসে ভিটামিন 'এ' প্রদান ৯৯.৮৫%); আয়রন ফলিক ট্যাবলেট গ্রহণ (কিশোরী-৯৬%গর্ভবতী-৯৮%, দুগ্ধদানকারী মা-৯৬%);৬-২৩ মাস বয়সী শিশুদের মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট পাউডার (MNP) খাওয়ানো ৯৮%; 26,103 জন প্রসূতি মা'কে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল প্রদান (৯৭.১3%)।

(2) "স্ট্রেনদেনিং ইনক্লুসিভ ডেভেলেপমেন্ট ইন সিএইচটি" প্রকল্পের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইউএনডিপি কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। যার বরাদ্দ ছিল ২৪৯.৮৭ কোটি টাকা।

আউটপুট -১ – ভূমি, সম্পদ ও জীবন জীবিকা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ

১৫,৯৫৬ জন কৃষককে (পুরুষ: ৭,৬৯৮ এবং নারী: ৮,২৮৫) ইন্টিগ্রেটেড ফার্ম ম্যানেজমেন্ট ফার্মার ফিল্ড স্কুল (আইএফএম-এফএফএস) এর মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নত কৃষি কৌশলগুলিতে প্রশিক্ষণ প্রদান। তাদের মধ্যে, ৩,০০৭ জন কৃষক পট বা বেড পদ্ধতি ব্যবহার করে উদ্ভিজ্জ চাষ করে এবং বিভিন্ন শাকসব্জি উৎপাদন করে। ২,১৭০ জন নারীকে উন্নত হ্যাচিং প্যান ব্যবহারের মাধ্যমে মুরগি পালনে প্রশিক্ষণ প্রদান। ১৬২৩ জন নারীকে লাউ উৎপাদনে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় অনুরূপ কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সদস্যরা ভ্রমন করেছেন। কাজের দ্বৈততা হ্রাসের লক্ষ্যে উন্নয়ন বোর্ডের সাথে সুবিধাভোগী কৃষকদের তালিকা শেয়ার করা। ৫৪টি গ্রামের ভিলেজ কমন ফরেস্টের জিপিএস ম্যাপ প্রস্তুত ও মুদ্রণ করা হয়েছে। ৩ পার্বত্য জেলায় ৪৮টি নতুন ভিলেজ কমন ফরেস্ট চিহ্নিতকরণ, ১৮টি পার্টনার এনজিও কর্মীদের জলবায়ু পরিবর্তন এবং অভিযোজন, পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের ৫৬ জন কর্মচারীকে (১৩ জন নারী) এসআইডি-সিএইচটি প্রকল্পের কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প – ৩য় পর্যায়ের উপর অরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রকল্পের কার্যক্রমে জড়িত উপজেলা পর্যায়ে ২৩ টি স্টেকহোল্ডার আহবায়ক সভার আয়োজন। ইউএসএআইডি'র সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত পাঁচটি টিম কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে ওয়াটার শেড কো-ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টিভিটি (সিএইচটিউসিএ) পরিদর্শন।

আউটপুট ২ – অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি

অনানুষ্ঠানিকভাবে বিরোধ নিষ্পন্নের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য নাগরিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং লংগদু, মহালছড়ি ও নাইক্ষংছড়ি উপজেলার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও ঐতিহ্যবাহী লিডারদের মধ্য হতে ৮৩ জন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক সহায়তাকারী/মধ্যস্থতাকারী হিসেবে প্রস্তুত করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান। মধ্যস্থতা ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মেটানোর জন্য ২৪ জন স্থানীয় প্রশিক্ষক নিয়ে একটি রিসোর্স পুল গঠন। বিভিন অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করা হয়। স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মার্শাল আর্ট এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। পূর্ববর্তী যুব ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীদের ডাটাবেস তৈরি করা হয়েছে।

আউটপুট-৩ – গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে সহায়তা প্রদান

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় ২৬টি জাতীয় আইন ১২টি ঐতিহ্যবাহী আইন সংশোধনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে আইনসমূহের সুষমকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ। পার্বত্য চট্টগ্রামে

আইনের সুষমকরণের লক্ষ্যে আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদসমূহের ১০টি আইন সংশোধনের সহায়তা প্রদান। আঞ্চলিক পরিষদ, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের ১০৫ জন সদস্যকে আইসিটি এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের জন্য সকল মন্ত্রণালয়ের তহবিল পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য বিশেষজ্ঞ পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

(3) পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন -২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ - ১১.৫৮ কিলোমিটার, নলকূপ স্থাপন - ৬১৮টি, রিংওয়েল স্থাপন - ৪৪টি, সিঁড়ি নির্মাণ - ৪২০০.০০ মিটার, পাওয়ার টিলার ও পাওয়ার পাম্প সরবরাহ - ৪৭৬, সেচনালা নির্মাণ ১৩,৪২৮ মিটার, জিএফএস/আইএফজি নির্মাণ - ৮টি, ফুটব্রীজ নির্মাণ - ২৬.২০ মিটার, কালভার্ট নির্মাণ - ১০.৯০ মিটার, ইউ-ড্রেইন নির্মাণ - ৮.৭৫ মিটার। তাছাড়া, তিন পার্বত্য জেলার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথোপযুক্ত শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ৫০টি প্রশিক্ষণ/কর্মশালা এবং মূল্যবান শস্যাদি/ফলাদি/উৎপাদনে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্তে MAD Component-এর আওতায় ২২১১টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । এছাড়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -২য় পর্যায় এর এলজিইডি অংশের জন্য ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত বরাদ্দ দ্বারা উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (BC)-২.৪৫কিঃমিঃ, উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (HBB)-২.৪৫কিঃমিঃ, উপজেলা সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ-৩১০.০০মিঃ, ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন (BC)-৭.৭৫কিঃমিঃ, ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন (HBB)- ৪.৩৫কিঃমিঃ, ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ/কার্লভার্ট নির্মাণ-৩১০.০০ মিঃ নির্মাণ করা হয়েছে।

)4("পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ'' (১ম সংশোধতি) শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে মোট বরাদ্দ ১৩৫৬.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত বরাদ্দ হতে ৬৭৮.০০ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছিল এবং ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৬৪.৭৪১ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য যে, অগাস্ট ২০১৭ খ্রিঃ হতে ডিপিপি সংশোধন পর্যায়ে থাকার কারণে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সোলার সিস্টেম স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই। গত ২৬/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সংশোধিত ডিপিপি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এতে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৯ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয় এবং আরডিপিপিতে অতিরিক্ত আরো ৫০০০ টি সোলার হোম সিস্টেম, ৫৮৯০টি মোবাইল চার্জার এবং ১২০ ওয়াট পিকের পরিবর্তে ৩২০ ওয়াট পিকের ২৩১৫ টি সোলার কমিউনিটি সিস্টেম অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

)5(''পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ৬০০ পরিবার, বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ৬০০ পরিবার এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ৫০০ পরিবার সর্বমোট ১,৭০০ কৃষক পরিবার নির্বাচন করার কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। নির্বাচিত ১,৭০০ জন কৃষককে বরাদ্দ অনুযায়ী বিভিন্ন মিশ্র ফলের চারা কলম, প্রয়োজনমত ট্যাবলেট সার (সিলভামিক্স-ফোর্ট) ও প্রতিজনকে কৃষি উপকরণ (০১ টি করে সিকেচার, ০১ টি করে হাসুয়া, ০১ টি করে নেকসেক স্প্রেয়ার এবং ০১ টি করে কোদাল) প্রদান করা হয়। এছাড়াও ১,৭০০ জন কৃষককে ইতোমধ্যে উদ্যান উন্নয়নের উপর এক দিনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

)6(**"খাগড়াছড়ি জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাজারসহ পার্শ্ববর্তী জনবসতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন"** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়ি জেলার ১৮টি গুরুত্বপূর্ণ বাজারে ১৮টি পাম্প হাউজ, ১৮টি সাবমারসিবল পাম্প এবং ৩২ কি.মি পাইপ লাইন এবং ৮টি গুরুত্বপূর্ণ বাজারে পাবলিক ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ১৮টি গুরুত্বপূর্ণ বাজারে পানি সরবরাহকরনের মাধ্যমে আগত জনগনের পানির চাহিদা পূরণ, পার্শ্ববর্তী এলাকায় ৫১টি ডিএসপি নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ৯০০০ জনগনের মাঝে সুপেয় পানি সরবরাহ করা হয়েছে।

)7(**"বান্দরবান জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাজারসহ পার্শ্ববর্তী জনবসতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত"** প্রকল্পের জন্য ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে মোট বরাদ্দ ছিল ৫০২.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত বরাদ্দ দ্বারা বান্দরবান জেলার ৯টি গুরুত্বপূর্ণ বাজারে ৯টি পাম্প হাউজ, ৯টি সাবমারসিবল পাম্প এবং ২২ কি.মি পাইপ লাইন এবং ১০টি গুরুত্বপূর্ণ বাজারে পাবলিক ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ১৮টি গুরুত্বপূর্ণ বাজারে পানি সরবরাহ করনের মাধ্যমে আগত জনগনের পানির চাহিদা পূরণ পার্শ্ববর্তী এলাকায় ৭৮টি ডিএসপি নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ৮০০০ জনগনের মাঝে সুপেয় পানি সরবরাহ করা হয়েছে।

)8(**ঠঢাকার বেইলী রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ**" প্রকল্পের জন্য ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বাজেটে মোট বরাদ্দ ছিল ৮২৬১.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত বরাদ্দ হতে ২২৭২.২৭ টাকা ব্যয় হয়েছে। তবে প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৫০%। প্রকল্পটির ইনটেরিয়র ডিজাইন পরিবর্তন হওয়ায় প্রকল্পটি গত ২৬/০৬/২০১৮ তারিখ একনেকে সংশোধিত প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর,২০১৮ এর মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হবে।

)9(**"খাগড়াছড়ি জেলার উপজেলা সদর হতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংযোগ সড়ক নির্মাণ''** প্রকল্পের জন্য ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে মোট বরাদ্দ ছিল ১৯৯৮.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত বরাদ্দ দ্বারা দীঘিনালা ও মানিকছড়ি এলাকায় ইতোমধ্যে সংযোগ সড়কের প্রায় ১৮.০০ কি. মি মাটির কাজ, ১৫ কি.মি এইচ.বি.বি করণ, ৬,১০০ মি. এল-ইউ ড্রইেন, ৮৫ মিটার কার্লভার্ট এবং ৩২৭ মি. রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

)10(**"খাগড়াছড়ি জেলার নয়নপুর মসজিদ হতে বটতলী পর্যন্ত মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ''** শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্পে জন্য ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে মোট বরাদ্দ ছিল ৯৮৫.০০ লক্ষ টাকা। খাগড়াছড়ি জেলার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য নয়নপুর মসজিদ হতে বটতলী পর্যন্ত ১.০০ কি.মি র্দীঘ ড্রেইন নির্মান করা হয়েছে। ড্রেইনটির উচ্চতা-১০ ফুট, প্রস্থ-৭ ফুট।

)11(**"খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন উপজেলার সাথে প্রত্যন্ত জনপদের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীন সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ'** প্রকল্পের জন্য ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে মোট বরাদ্দ ছিল ২০০০.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত বরাদ্দ দ্বারা মাটিরাংগা, মহালছড়ি, গুইমারা ও খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় ইতোমধ্যে প্রায় ২২.০০ কি. মি মাটির কাজ, ২০ কি.মি এইচ.বি.বি করণ, ২০০০ মি. এল-ইউ ড্রেইন, ৪৫ মটির কার্লভার্ট এবং ৪০০ মি. রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

)12(**"রাংগামাটি পার্বত্য জেলার উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মান''** প্রকল্পের জন্য ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত

বাজেটে মোট বরাদ্দ ৬৯৫.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত বরাদ্দ দ্বারা রাংগামাটি সদর ও বাঘাইছড়ি এলাকায় ইতোমধ্যে প্রায় ৪.০০ কি. মি মাটির কাজ,৩ কি.মি এইচ.বি.বি করণ, ২০০০ মি. এলইউ এবং ৫০ মি. রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৩৫ মিটার গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে।

)13(" বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন" প্রকল্পের জন্য ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে মোট বরাদ্দ ছিল ১৫৫০.০০.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত বরাদ্দ দ্বারা ১০০০০০.০০ ঘঃমিঃ মাটিকাটা, ৮৫০০.০০ ঘঃমিঃ মাটি ফিলিং, ১০.৫০ কিঃমিঃ এইচ.বি.বি, ৯০.০০ মিটার সেতু নির্মাণ, ৬০.০০ মিটার কালভার্ট, ৪০০০.০০ মিটার ড্রেইন, ১৭৫.০০ মিটার রিটেইনিং ওয়াল এবং ৩০০.০০ মিটার ব্রীক রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

(14) " বান্দরবান পার্বত্য জেলার গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মান " শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে মোট বরাদ্দ ছিল ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত বরাদ্দ দ্বারা ৯৯৪৬০.০০ ঘঃমিঃ মাটির কাজ, ১২.০০ কিঃমিঃ এইচ.বি.বি ৭০.০০ মিটার সেতু, ৭৫.০০ মিটার কালভার্ট, ৪০০০.০০ মিটার ড্রেইন, ১৫০.০০ মিটার আর.সি.সি রিটেইনিং ওয়াল ও ৩০০.০০ মিটার ব্রীক রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

)15(ò পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচী হিসাবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদনó প্রকল্পের জন্য ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে মোট বরাদ্দ ছিল ৫৮০.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত বরাদ্দ দ্বারা ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৯,১০,০০০ চারা বিতরণ; ৪২২০ জন উপকারভোগী নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ প্রদান; ৪৪২০ টি স্প্রে মেশিন বিতরণ, সার ও কীটনাশক বিতরণ; ভূমি উন্নয়ন ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

(16) **"রাঙ্গামাটি জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাজারসহ পাশ্ববর্তী জনবসতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন উন্নয়ন শীর্ষক**" প্রকল্পে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ছিল ৩৫০.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত বরাদ্দ দ্বারা বিভিন্ন স্থানে ২৬৫টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।

(17) **òপার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন** " শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে মোট বরাদ্দ ছিল ১৫৯.০০ লক্ষ টাকা। এ বছর তিন পার্বত্য জেলায় ১৯০ টি গাভী বিতরণের লক্ষ্যে ১৯০ জন উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়। যার মধ্যে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ৭০ জন, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ৬০ জন ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ৬০ জন। ১৯০ জন উপকারভোগীকে গাভী পালন বিষয়ে তিন দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(18) òপার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় **টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান" প্রকল্পের মাধ্যমে** ২৬৮ টি পাড়াকেন্দ্র মেরামত; ৩ টি প্রশিক্ষণ ভবন মেরামত; ২৫ টি মডেল পাড়াকেন্দ্র নির্মাণের স্থান নির্বাচন; ইউনিসেফ এর অর্থায়নে ৫০০ নতুন পাড়াকেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক জরিপ সম্পাদন; ১,৭৭,০০০টি পরিবারকে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান; ৪৫,০০০ শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান; ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়ের ১,০০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়া, বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত "টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান" শীষক প্রকল্পটি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিশু ও মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। পাড়াকেন্দ্রের বিভিন্ন সেবা বিতরনে পার্বত্য

জেলা পরিষদ সমূহের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন সরকারি বিভাগকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন স্তরে জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের তত্ত্বাবধান ও সহায়ক ভূমিকা নিশ্চিত করা হয়েছে।

)19(**এডিপি বহির্ভুত (**স্যাপলিং**) প্রকল্পে Sustainable Agriculture and Production linked to Improved Nutrition Status, Resilience and Gender Equity (SAPLING)** কর্মসূচির আওতায় ৪৪,৮০৮ জন অংশগ্রহণকারীর সমন্বয়ে ২৫৬৫টি (Integrated Enhanced Homestead Food Production (IEHFP) গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নতুন ৫১১টি লারনিং সেন্টার (Learning Centre) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আইইএইচএফপি অংশগ্রহণকারীদের হর্টিকালচার, পোলট্রি স্থাপন প্রভৃতির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩৯,৭৩১ জন আইইএইচএফপি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শীতকালীন সবজির চারা বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় ১৮০০০ ওএফএসপি (Orange-Fleshed Sweet Potato) সরবারহ করা হয়েছে। ১৬৯ জন নারী ও ২৬ জন পুরুষ সহ মোট ১৯৫ জন কফি উৎপাদককে ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যবসা করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৮,৩২৬ জন উৎপাদকের সমন্বয়ে ৩৬৭টি গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যারা আয় বর্ধনমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে। ৪২১ জন পেঁপে চাষিকে পেঁপে চাষের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। রোয়াংছড়ি উপজেলায় প্রকল্পের সহায়তায় ৪টি নার্সারী স্থাপন করা হয়েছে যেখানে ১৬৫০০টি কার্প মাছের পোনা, ১৭০০০ তেলাপিয়া মাছের পোনা এবং ৯০ কেজি নার্সারী ফিড সরবরাহ করা হয়েছে। মোট ২২৩ জন মৎস্য চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩৪৪টি গ্রুপকে এসআইএলসি (Savings and Internal Lending Committee-SILC) এজেন্ট দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অত্যাবশকীয় পুষ্টি ও স্বাস্থসেবার (Essential Nutrition Action-Essential Health Action, ENA-EHA) উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অত্যাবশকীয় পুষ্টি ও স্বাস্থসেবার উপর (ENA-EHA) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । স্কুলগুলোতে জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য ৯১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৪০৭ জন শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কম্যুউনিটি হেলথ সার্ভিস ওয়ার্কারদের সমন্বয়ে ম্যাটারনাল এন্ড চাইল্ড হেলথ নার্স গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যার মাধ্যমে গর্ভকালীন সময়ে ও শিশু জন্মের পরবর্তী সময়ে মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।

(২০) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৫০১০ কোডের আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দের পরিমাণ ৪৬৮০.০০ টাকা। তা দ্বারা গৃহীত প্রকল্প সংখ্যা ১৭২টি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তার (৭০২০ কোডের আওতায়) প্রাপ্ত বরাদ্দের পরিমাণ ২৭৬০.০০ টাকা, তা দ্বারা গৃহীত প্রকল্প সংখ্যা ২৬২টি। এ প্রকল্পসমূহের দ্বারা সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৮০৫.৬৩৫ বঃমিঃ, ৩টি রাস্তা ৬.৩৮কিঃমিঃ ও ১টি ব্রীজ ১৮.৪৫মিঃ, ১টি ছাত্রাবাস ২০৭.০০ বঃমিঃ, ২টি কৃষিসেচনালা ৯৪০.৪২৫মিঃ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ৪টি ৯১৮.১৬ বঃমিঃ, মৎস্য ও সেচ বাঁধ ১টি ১৫০ মিঃ, বাংলো ১টি ৫০৪.০০ বঃমিঃ, বিশ্রামাগার ২টি ৫৬৫.০০ বঃমিঃ এবং ১টিসুপেয় পানীয় জলের ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি । এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ হচ্ছে নানিয়ারচর উপজেলাধীন ঘিলাছড়ি ইউনিয়নে রামহরি পাড়া মহাপুরম উচ্চবিদ্যালয় ভবন নির্মাণ; বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বাঘাইছড়ি পৌর এলাকায় বিজিবি সেক্টর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কক্ষ সম্প্রসারণ; সদর উপজেলাধীনপৌর এলাকায় দক্ষিণ কালিন্দীপুর কার্পেটিং রোড হইতে মালদ্বীপ পাড়া ভায়াকবি অরুন রায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত সংযোগ রাস্তা নির্মাণ; বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বাঘাইছড়ি পৌরসভা এলাকায় মধ্যমপাড়া

হইতে মুসলিম ব্লক গ্রাম রাস্তায় ব্রীজ নির্মাণ; রাজস্থলী উপজেলাধীন গাইন্দ্যা ইউনিয়নে বালুমোরা হইতে ম্রংওয়া হইয়া কমলছড়ি রাস্তা নির্মাণ; রাজস্থলী উপজেলাধীন পাইন্দংপাড়া হইতে মুসলিম বালুমোরা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ; নানিয়ারচর উপজেলাধীন নানিয়ারচর সদর ইউনিয়নে নানিয়ারচর কালী মন্দির উন্নয়ন; কাপ্তাই উপজেলাধীন চন্দ্রঘোনা ইউনিয়নে চন্দ্রঘোনা ব্যপ্টিস্ট চার্চ এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ; রাজস্থলী উপজেলাধীন বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়নে বাঙ্গালহালিয়া সদরে জামে মসজিদ নির্মাণ; নানিয়ারচর উপজেলাধীন নানিয়ারচর ইউনিয়নে খুল্ল্যাংপাড়া দশবল বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ; সদর উপজেলাধীন পৌর এলাকায় রিজার্ভ বাজার এতিমখানা ও মাদ্রাসা নির্মাণ; কাপ্তাই উপজেলাধীন নারানগিরি সরকারী উচ্চবিদ্যালয়ে দুর্গম এলাকার ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণ; রাজস্থলী উপজেলাধীন গাইন্দ্যা ইউনিয়নে ইসলামপুর হইতে ৮নং ব্লকে মংসানু মারমার বাড়ীর পার্শ্বে মৎস্য ও সেচ কাজের সুবিধার্থে বাঁধনির্মাণ; রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এর বাসভবন নির্মাণ; নানিয়ারচর উপজেলাধীন নানিয়ারচর সদর ইউনিয়নে নানিয়ারচর বিশ্রামাগারের বাউন্ডারী ওয়াল নিমাণ; লংগদু উপজেলাধীন লংগদু সদরে জেলা পরিষদের নির্মাণাধীন মার্কেট ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ; জুরাছড়ি উপজেলাধীন পানছড়ি ভূবনজয় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ; বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বঙ্গলতলী ইউনিয়নে সি ব্লকে সেচড্রেইন নির্মাণ; বরকল উপজেলাধীন বরকল সদরে জেলা পরিষদ বিশ্রামাগারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ; কাপ্তাই উপজেলাধীন কাপ্তাই নতুন বাজারে ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন এবং ড্রেইন এ রাস্তা নির্মাণ।

(২১) বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৫০১০ কোড এর আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দের পরিমাণ ৫৩০০.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত বরাদ্দ দ্বারা গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা ২১৬টি যোগাযোগ খাতে ৩৮.৫৯১ কি.মি. নতুন রাস্তা, ৫.৯৯ কি.মি রাস্তা সংস্কার, ৬৮ মিটার ব্রীজ (২টি)। শিক্ষা খাতে ৩৬৭০.০০৪ বর্গমিটার কক্ষ, ৩১৫ জোড়া ক্লাস ফার্নিচার (২ সেট) আসবাবপত্র সরবরাহ, সীমানা প্রাচীর ৪২৪.০০ মিটার নতুন এবং ২৪১ বর্গমিটার সংস্কার । ৩৮৮৮.৩১ বর্গমিটার ভৌত অবকাঠামো, ২৫০ মিটার রিটেইনিং ওয়াল, ২০০ মিটার সিড়ি, ৩৭৫৭ বর্গমিটার ধর্মীয় খাতে, পানি ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা বাঁধ ৩২০ মিটার, সেচ ড্রেইন ৪৯৫ মিটার এবং ৭০২০ কোড এর আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দের পরিমাণ ৩১০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে মোট ৭২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্প সমূহের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (১৫৯৫ বঃমিঃ), ৪টি রাস্তা (১৪.৫০কিঃমিঃ), ১টি ব্রীজ (৩৪ মিঃ), ১টি সিড়ি (৪৫মিঃ), ৩টি ভৌত অবকাঠামো (৬৬৫ বঃমিঃ), ১টি আয়-বর্ধক (অবকাঠামো) (৫২০বঃমিঃ), কৃষিজ ও ফলজ বাগান সৃজনের চারা বিতরণ (২৫ উপকারভোগী পরিবার), মৎস্য চাষ, গরু ছাগল বিতরণ (৭৫টি উপকারভোগী পরিবার), ক্রীড়া সামগ্রী (৫০০ জন), ৭০২০ কোড এর আওতায় ১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (৩৩৫০ বঃমিঃ) ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ (৩০টি কম্পিউটার, হাই বেঞ্চ, লো বেঞ্চ ২০০টি) সরবরাহ ইত্যাদি।

(22) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৫০১০), পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৭০২০) ও নিজস্ব তহবিলের সহায়তায় মৎস্য চাষের জন্য বাঁধ নির্মাণ ১২০মি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলদ বাগান সৃজন ২.৭৫ হেক্টর, সেচ ড্রেন ৫৩০মি:, পুকুর খনন প্রায় ১.৪৫ হেক্টর। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে লাইব্রেরী ০১টি, ছাত্রাবাস ০৪টি, স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা সম্প্রসারণ/সংস্কার/মেরামত ৮২টি (৫৩৫০ ব:মি:), ৭০০ জন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ১৮.৮কি:মি: রাস্তা, ড্রেন ১৫০০ মি:, ০৭টি বক্সকালভার্ট, ইউ ড্রেন ১২০০মি:, ব্রীজ ০৫টি(১৫০মি:), ৯৫০ মি: ধারক ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। শিশু সদনের অনাথালয় ভবন নির্মাণ (১১০ ব: মি:), মহিলা সমিতি উন্নয়ন (৯০০ব:মি:), ক্লাব/সংঘ, মা ও শিশু

কল্যাণ সমিতি (১৭৫.০০ব:মি:) বাস্তবায়িত হয়েছে। মসজিদ উন্নয়ন ৩১টি (১০৯৬৪ব:মি:), মন্দির উন্নয়ন ৫৩টি (৮৫০ব:মি:), বৌদ্ধ মন্দির/বিহার উন্নয়ন ৬০টি (৩৯৫০ব:মি:) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন উপজেলায় শুষ্ক মৌসুমে পানি ধারন করে রাখার জন্য ১০টি পুকুর খনন করে নিত্য ব্যবহার্য্য পানির সমস্যা নিরসন করা হয়েছে। এছাড়া, মাটিরাঙ্গা আমতলী উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণ ; মানিকছড়ি গিরিমৈত্রী কলেজ ছাত্রবাস নির্মাণ; দীঘিনালা বাবুছড়া মুখ উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণ; লক্ষীছড়ি কলেজ ভবন নির্মাণ; পানছড়ি কলাবাগান - অক্ষয়মনিপাড়া - নাটিকাপাড়া রাস্তা উন্নয়ন; মাটিরাঙ্গা তপ্তমাষ্টারপাড়া - বীরেন্দ্র কার্বারীপাড়া - ভক্তপাড়া রাস্তা নির্মাণ; খাগড়াছড়ি উত্তর খবংপড়িয়া চন্দন দেওয়ান গং এর সেচনালা নির্মাণ; পানছড়ি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শুকর পালন; মহালছড়ি কায়াংঘাট হিল আনসার ক্যাম্প- কায়াংঘাট নতুন বাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(২৩) **২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৫০১০) ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৭০৩০) এর আওতায়** রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলাধীন বৈরাগী বাজার চৌমুহনী-ঠেকাপাড়া-গুলশাখালী চৌমুহনী পর্যন্ত ৮.০০ কিঃমিঃ এইচ বিবি রাস্তা নির্মাণ, খাগড়াছড়ি জেলার খাগড়াছড়ি উপজেলাধীন পানছড়ি সড়কের ঢলুছড়া ৯নং প্রকল্প গ্রাম হতে রবিধন বার্বারী পাড়া পর্যন্ত ৪ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ (ক্রসড্রেইন-২টি, এলডেইন- ১৩০০ ফুট, ব্রীজ- ১৬৮০ বর্গ ফুট) এবং বান্দরবান জেলার বান্দরবান সদর উপজেলাধীন ক্যামলং-বটতলী সড়ক সংস্কার ও সম্প্রসারণ ৩.০০ কিঃ মিঃ (এইচ.বি,বি রাস্তা-৩.৫০ কিঃমিঃ ব্রীজ-৬০.০০ মিটার, রিজিড পেভমেন্ট ০.৪০ কিঃমিঃ) ও বিক্রিছড়া মুখপাড়া হতে মিনঝিড়ি পাড়া হয়ে থোয়াইংগ্য পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ৫.০০ কিঃ মিঃ (মাটির কাজ ৪.০০ মিটার, ব্রীজ ৩০.০০ কিঃমিঃ, কালভার্ট ২৫.০০ মিটার, ড্রেইন-৩.০০ কিঃমিঃ রিটেইনিং ওয়াল-১৫০.০০ মিটার, বল্লা পেলাসাইডিং ৪০.০০ মিটার) এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৭০৩০) এর আওতায় রাঙ্গামাটির সদর উপজেলাধীন কাইন্দারমুখ পর্যটন এর জন্য রান্নাঘর, টয়লেট, রিসিপশন ও ডাইনিং রুম নির্মাণ ও খাগড়াছড়ির দীঘিনালা রাস্তার ৪ মাইলে তৈবাকলাই পাড়ায় যাওয়ার রাস্তা নির্মাণ (মাটির কাজ-৯৯৪৩.০৮ ঘনফুট, রাস্তার দৈর্ঘ্য-৮০৪০ বর্গফুট, টোওয়াল- ২৯′-০″ × ৩৩′-০″ ফুট) এবং বান্দরবান লামা উপজেলার ফাইংতং উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষ(২য় তলা) ও সীমানা দেওয়াল নির্মাণ (২২০০.০০ বর্গফুট)। **পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৫০১০) রাঙ্গামাটি ইউনিট** কর্তৃক লংগদু উপজেলাধীন বৈরাগী বাজার চৌমুহনী-ঠেকাপাড়া-গুলশাখালী চৌমুহনী পর্যন্ত ৮.০০ কিঃমিঃ এইচ বিবি রাস্তা নির্মাণ; বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন শিজকমুখ উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ; রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন আসামবস্তী এলাকাস্থ হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের শশ্মান উন্নয়ন; রাঙ্গামাটি বোর্ডের রেষ্ট হাউজ নির্মাণ; বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন শিজকমুখ উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ। **খাগড়াছড়ি ইউনিট** কর্তৃক খাগড়াছড়ি পানছড়ি সড়কের ঢলুছড়া ৯নং প্রকল্প গ্রাম হতে রবিধন কার্বারী পাড়া পর্যন্ত ৪.০০ কিঃ মিঃ রাস্তা নির্মাণ; খাগড়াছড়ি সদর উপজোধীন বিজিতলা রাবার বাগান হতে নুনছড়ি সলিং পর্যন্ত ৬ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ; মানিকছড়ি উপজেলাধীন মহামুনি বাজারের পার্শ্বে মানিকছড়ি খালের উপর জীপেবল ব্রীজ নির্মাণ। ব্রীজের দৈর্ঘ্য-২০০ ফুট, প্রস্থ- ৯ ফুট; দীঘিনালা উপজেলাধীন ভৈরফা সুধীন মেম্বার পাড়া হতে ধামাচরণ পাড়া পর্যন্ত ৩.৫০ কিঃ মিঃ রাস্তা নির্মাণ; খাগড়াছড়ি সদর উপজোধীন বিজিতলা রাবার বাগান হতে নুনছড়ি সলিং পর্যন্ত ৬ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ; দীঘিনালা উপজেলাধীন ভৈরফা সুধীন মেম্বার পাড়া হতে ধামাচরণ পাড়া পর্যন্ত ৩.৫০ কিঃ মিঃ রাস্তা নির্মাণ; খাগড়াছড়ি সদরে মারমা কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ। ৯৬০০ বর্গফুট। **বান্দরবান ইউনিট** কর্তৃক ক্যামলং-বটতলী সড়ক সংস্কার ও সম্প্রসারণ (৩.০০ কিঃমিঃ);

রোয়াংছড়ি-রুমা সড়ক নির্মাণ (২৫.০০ কিঃ মিঃ) এইচ. বি. বি রাস্তা ২৪.০০ কিঃমিঃ ব্রীজ-৫৫.০০ মিটার, কালভার্ট ৪৫.০০ মিটার; বান্দরবান সদর উপজেলার রুমা উপজাতীয় আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষ এবং হোস্টেল ভবন নির্মাণ; রুমা উপজেলার রুমা সদর হতে শেপ্রু পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (২.০০ কিঃমিঃ); বান্দরবান সদর উপজেলার রুমা উপজাতীয় আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষ এবং হোস্টেল ভবন নির্মাণ শ্রেণী কক্ষ ৫০০.০০ বর্গমিটার, হোস্টেল ভবন ৪১০.০০ বর্গমিটার; রুমা উপজেলার রুমা সদর হতে শেপ্রু পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (২.০০ কিঃমিঃ) কার্পেটিং রাস্তা ১.৯০ কিঃমিঃ; রোয়াংছড়ি-রুমা সড়ক নির্মাণ (২৫.০০ কিঃ মিঃ)। **পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৭০৩০) এর আওতায় রাঙ্গামাটি ইউনিট** কর্তৃক রাইখালী ইউনিয়নের ডংনালা বাংগালী পাড়া হইতে পশ্চিম কোদলা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন; কাপ্তাই উপজেলাধীন রাইখালী ইউনিয়নের বালুখালী রাস্তার মুখ হইতে মারমা পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ; কাউখালী উপজেলাধীন শহীদ জাফর সড়ক হতে বৃক্ষভানুপুর বাজার(বৃন্দাবন) সড়ক নির্মাণ; কাপ্তাই উপজেলাধীন ডংনালা-বাংগালহালিয়া সড়কের খন্তাকাটা স্লুইচ গেইট অংশ হইতে খন্তাকাটা মারমা পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ; সাজেক রুইলুই ত্রিপুড়া পাড়ায় কমিউনিটি সেন্টারের রাস্তা নির্মাণ; কালিন্দীপুরস্থ উন্নয়ন বোর্ড রেষ্ট হাউজের রাস্তা সংস্কার এবং গাড়ি পার্কিং এর সেড মেরামতকরণ; সদর উপজেলাধীন কাইন্দারমুখ পর্যটন এর জন্য রান্নাঘর, টয়লেট, রিসিপশন ও ডাইনিং রুম নির্মাণ। **খাগড়াছড়ি ইউনিট** কর্তৃক খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন রবিধন কার্বারী পাড়া হতে নবকুমার পাড়া পর্যন্ত ৮.০০ কিঃ মিঃ রাস্তা উন্নয়ন (চেইনেজ-২.০০ কিঃ মিঃ হতে ৪.০০ কিঃমিঃ); মহালছড়ি উপজেলাধীন মাইসছড়ি সওজ রাস্তা মানিকছড়ি বেইলি ব্রীজ হতে হাতি পাড়া পর্যন্ত ৬.০০ কিঃমিঃ রাস্তা উন্নয়ন (চেইনেজ-৪.০০ কিঃমি হতে ৬.০০ কিঃমি; খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা সড়কের খাগড়াপুর এলাকায় গোপাল কৃষ্ণ পাড়ী হয়ে খগেশ লাল ত্রিপুরার বাড়ী পর্যন্ত ০.৭৫ কিঃমিঃ রাস্তা মাটিকাটা, মাটিভরাট ও সাইড ড্রেইনসহ রাস্তা নির্মাণ; মানিকছড়ি সিএমবি রাস্তা হতে চক্কেবিল মালঙ্গী পাড়া দোরছড়ি যাওয়ার রাস্তায় মানিকছড়ি খালের উপর ফুট ব্রীজ নির্মাণ। (উদ্বোধন করেন মাননীয় এম.পি মহোদয়, খাগড়াছড়ি); দীঘিনালা রাস্তার ৪ মাইলে তৈবাকলাই পাড়ায় যাওয়ার রাস্তা নির্মাণ; খাগড়াছড়ি রিজিয়নে অভ্যন্তরীন রাস্তা নির্মাণ; মানিকছড়ি সিএমবি রাস্তা হতে চক্কেবিল মালঙ্গী পাড়া দোরছড়ি যাওয়ার রাস্তায় মানিকছড়ি খালের উপর ফুট ব্রীজ নির্মাণ; **বান্দরবান ইউনিট** কর্তৃক বান্দরবান সদর উপজেলার বাকীছড়া-কিবুকছড়া রাস্তা হতে ক্যংবা পাড়া পর্যন্ত রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ; লামা উপজেলার ফাইতং ইউনিয়নের সত্তার আইসির ঘর হতে চোবাহানের বাড়ি হয়ে জুনিয়র হাইস্কুল পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ; লামা উপজেলার ফাইংতং উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষ(২য় তলা) ও সীমানা দেওয়াল নির্মাণ; নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সদর ইউনিয়নের চাকপাড়া চিকনঘোনা নাইক্ষ্যংছড়ি ছড়ার উপর আর.সি.সি বক্স কালভার্ট নির্মাণ; বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান ক্যান্টঃ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের কনফারেন্স রুমের আসবাবপত্রসহ আনুষঙ্গিক কাজ করা হয়েছে।

৯.৩ ২০১৭-১৮ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ (সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই; উদাহরণ: পদ সৃষ্টি, শূন্য পদ পূরণ ইত্যাদি)

(১০) মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত

10.1 **২০১৭-১৮** অর্থ-বৎসরের কার্যাবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে কি? **হ্যাঁ**।

১০.২ উদ্দেশ্যাবলি সাধিত না হয়ে থাকলে তার কারণসমূহ ।

১০.৩ মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি আরও দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ:

(১১) উৎপাদন বিষয়ক (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পূরণ করবে)

(১২) আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য)

(১৩) ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্য (আইন ও বিচার বিভাগের জন্য)

(১৪) অর্থনৈতিক (অর্থ বিভাগের জন্য)

(১৫) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের জন্য)

(১৬) ঋণ ও অনুদান সংক্রান্ত তথ্য (অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের জন্য)

(১৭) অবকাঠামো উন্নয়ন (অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ, সংশ্লিষ্ট অর্থ-বৎসরে (২০১৭-১৮) বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ, সংশ্লিষ্ট অর্থ-বৎসরে (২০১৭-১৮) লক্ষ্যমাত্রা এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি):

শান্তি চুক্তির ফলে অনগ্রসর পার্বত্য অঞ্চল জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল ধারার সাথে সংযুক্ত হয় এবং এ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশীয় অর্থায়নে ও বৈদেশিক সহায়তায় নেয়া হয় নানা প্রকল্প যার সফল বাস্তবায়নের সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিক্ষা ,স্বাস্থ্য ,কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা, উদ্বাস্ত পুনর্বাসন, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, অবকাঠামো নির্মাণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, খেলাধুলা ও সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশসহ বিভিন্ন প্রকার আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে- যার অগ্রগতি খুবই আশাব্যঞ্জক । ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৯১৪.৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে তিন পার্বত্য জেলায় সর্বমোট ২২০৪ টি প্রকল্প/স্কীম গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৮) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট তথ্য

(১৯) শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য

(২০) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য)

(২১) জনশক্তি রপ্তানি সংক্রান্ত (প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য)

(২২) হজ্জ্ব সংক্রান্ত (ধর্ম মন্ত্রণালয়ের জন্য)

(২৩) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ পূরণ করবে)

মন্ত্রণালয় / বিভাগের/ সংস্থার	ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরণ/নাম	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৭-২০১৮)		পূর্ববর্তী বছর (২০১৬-২০১৭)	
			সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবা	আর্থিক সংশ্লেষ	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/	আর্থিক সংশ্লেষ

নাম			র/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	(লক্ষ টাকায়)	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	(লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১	২৫৯৯৭ টি অ-উপজাতীয় পরিবারের গুচছগ্রাম কর্মসূচি	২৫৯৯৭ পরিবার	৯৬৩০.৫১	২৫৯৯৭ পরিবার	৯২১২.৫০
	২	ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী পুনর্বাসন কর্মসূচি	১২২২৩ টি পরিবার	৬৫৩৯.৬৪	১২২২৩ টি পরিবার	৫৮৭০.০৫
	৩	জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্যদের খাদ্য পুনর্বাসন কর্মসূচি	১৯৬৬ জন	৯৯৪.৭১	১৯৬৬ জন	৮৯২.৮৬
	৪	সম্প্রীতি ও উন্নয়ন প্রকল্প	৭৬৫৫৭০ জন	৩০৭৪.৮৯	৫৪৬৫০১ জন ৭৯০৯৯ পরিবার	৩০৩৭.৩৪
	৫	বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচি	২১৪৫৩৯ জন ৯৮টি প্রতিষ্ঠান	৯২০৫.৮৪	১৯০১৪০ জন ১৩৩টি প্রতিষ্ঠান	৬৫৬৫.৯৭
	৬	ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীন উদ্বাস্ত্ত নির্দিষ্টকরণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স এর জন্য	৮০ জন	২৫.০০	৩৩ জন	১৫.০০
	৭	আপদকালীন পরিস্থিতি	১১৩০৯৮ জন ১৪৫টি	৬৭৫.০০	৪৮৬৬৫ জন ১৭৫ টি প্রতিষ্ঠান ২১২টি পরিবার	৪৮৫.০০

			প্রতিষ্ঠান ২৬ পূজা মন্ডপ ৪৬ পরিবার		২৯টি পুজা মন্ডপ	
		সর্বমোট	১০৯৫২৫৩ জন ৩৮২৬৬ পরিবার ২৪৩টি প্রতিষ্ঠান ২৬ পূজা মন্ডপ	৩০১৪৫.৫৯	৭৮৭৩০৫ জন ১১৭৫৩১ পরিবার	২৬০৭৮.৭২

(মো: নূরুল আমিন)
ভারপ্রাপ্ত সচিব



খাগড়াছড়ি সদরে মারমা কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শন করছেন এ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মো: নূরুল আমিন।


রাঙামাটি বাঙ্গালহালিয়াতে মিশ্র ফল প্রকল্প পরিদর্শনে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মো: নূরুল আমিন।



পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে মহিলাদের সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং এম.পি।



পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক দেশীয় ইঞ্জিন চালিত নৌযান বিতরণ করছেন এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং এম.পি।

-